দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

কুমিল্লা বোর্ডে সরকারি কলেজে এইচএসসির ফল বিপর্যয়

■ মো. লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হারে বিপর্যয় ঘটেছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৬ জেলার ৩৪টি সরকারি কলেজে। সরকারি যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ এসব কলেজের ৩টি বিভাগ থেকে ২৮ হাজার ৬৪০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ফেল করেছে ১২ হাজার ৮৯০ জন। এর মধ্যে ১৮টি কলেজের কোনো শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়নি। বেশি আশা নিয়ে মেধাবী সন্তানদের সরকারি এসব নামকরা কলেজে ভর্তির পর ফেল করায় হতাশ হয়ে পড়েছেন অভিভাবক ও শিক্ষাসচেতন মহল।

এ বছর এই বোর্ডের অধীন কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলার ৩২৩টি কলেজ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে সরকারি কলেজ রয়েছে কুমিল্লায় ১০টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩টি, চাঁদপুরে ২টি, নোয়াখালীতে ৮টি, লক্ষ্মীপুরে ৫টি ও ফেনী জেলায় ৬টি। এসব সরকারি কলেজে ২০-৫০ শতাংশ পাস করেছে ১৮টিতে, ৫০-৬০ শতাংশ পাস ৪টিতে, ৬০-৭০ শতাংশ ৭টিতে, ৭০-৮০ শতাংশ পাস ৩টি কলেজে।

অপর ২টির মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজে পাসের হার ৮১.৮৮ শতাংশ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে পাসের হার ৮৬.৭৩ শতাংশ। ৩৪টি সরকারি কলেজের মধ্যে ১৮টি কলেজ থেকে ১০ হাজার ৯৫০ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৪ হাজার ১১৫ জন উত্তীর্ণ হয়। এদের একজনও জিপিএ-৫ পায়নি। অপর ১৬টি কলেজের ১৭ হাজার ৬৯০ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ ১১ হাজার ৬৩৫ জনের মধ্যে মাত্র ৫৫০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। সরকারি ৩৪টি কলেজের মধ্যে নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ থেকে ৪৫৭ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩৬২ জন ফেল করেছে। একই জেলার কবিরহাট সরকারি কলেজের ১১১৪ জনের মধ্যে ৭৬৭ জন, চাটখিল পাঁচগাঁও মাহবুব সরকারি কলেজের ৮৫৩ জনের মধ্যে ৫৫২ জন, সেনবাগ সরকারি কলেজের ৬১৭ জনের মধ্যে ৩৬০ জন ফেল করেছে। ফেনীর সোনাগাজী সরকারি কলেজের ৪৯১ জন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে ৩৮৫ জন। একই জেলার ফুলগাজী সরকারি কলেজের ২৭৩ জনের মধ্যে ১৮৭ জন, ছাগলনাইয়া সরকারি কলেজের ৭৩৫ জনের মধ্যে ৩৭২ জন ও ফেনী সরকারি জিয়া মহিলা কলেজের ৮৫৪ জনের মধ্যে ২৮২ জন ও পরশুরাম সরকারি ডিগ্রি কলেজের ৩০৯ জনের মধ্যে ১৮১ জন শিক্ষার্থী ফেল করেছে। লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে ৭৬৫ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৫৯৮ জন। একই জেলার রায়পুর সরকারি কলেজ থেকে ৪৫২ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩৩১ জন, লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজের ৬৮৬ জনের মধ্যে ৪৭২ জন, এএসএম আবদুর রব সরকারি কলেজের ৫৫১ জনের মধ্যে ২৯৭ জন ফেল করেছে।

কুমিল্লার দেবীদ্বার সরকারি এসএ কলেজ থেকে ৬৮৪ জন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে ৫শ জন। একই জেলার দাউদকান্দি হাসানপুর এসএন সরকারি কলেজের ৪৭৪ জনের মধ্যে ৩২৫ জন, দাউদকান্দি মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ থেকে ৬৪১ জনের মধ্যে ৪৩৩ জন, চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজের ৬৭১ জনের মধ্যে ২৯৭ জন ও চৌদ্দগ্রামের চিওড়া সরকারি কলেজের ৩২৩ জনের মধ্যে ১৩৮ জন ফেল করেছে। এ ১৮টি সরকারি কলেজ থেকে একজনও জিপিএ-৫ অর্জন করেনি।

অপর ১৬টি সরকারি কলেজের মধ্যে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের সরকারি মুজিব কলেজের ১১০৯ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৭৩৬ জন ও জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৩ জন। নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজের ১১০৫ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৩৫২ জন ও ৩ জন জিপিএ-৫, চৌমুহনী সরকারি এসএ কলেজের ১৫২৪ জনের মধ্যে ৪৮১ জন ফেল করেছে ও ১৮ জন জিপিএ-৫ এবং নোয়াখালী সরকারি কলেজের ১৪৫৮ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৩১২ জন ও ৮১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর সরকারি কলেজের ৮২২ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৪৮৪ জন ও ২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজের ৯৯৬ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৩৮৪ জন ও ২ জন জিপিএ-৫ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের ১৫১৮ জনের মধ্যে ফেল করেছে ২৭৫ জন ও ৭৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। চাঁদপুর সরকারি কলেজের ৫৮৩ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৩২৪ জন ও ২ জন জিপিএ-৫ এবং চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজের ৯৬৪ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৩২০ জন ও ২৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ফেনী সরকারি কলেজের ১১৪৮ জনের মধ্যে ফেল করেছে ২৮৪ জন ও ৭৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের ১১৫০ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৪৬৬ জন ও ৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের ১৩৯১ জনের মধ্যে ৫৯৯ জন ফেল করেছে ও ১১ জন জিপিএ-৫, বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজের ৫৮১ জনের মধ্যে ২১৮ জন ফেল করেছে ও ২ জন জিপিএ-৫, কুমিল্লা সরকারি কলেজের ১০৩৩ জনের মধ্যে ফেল করেছে ৩৮৬ জন ও ২৫ জন জিপিএ-৫, লাকসামের নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজের ৯০৬ জনের মধ্যে ফেল করেছে ২৪৮ জন ও ৬ জন জিপিএ-৫, ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ১৪০২ জনের মধ্যে ফেল করেছে ১৮৬ জন ও ২০৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। অনেক অভিভাবক জানান, প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে শিক্ষকদের একটি বড় অংশ ব্যস্ত থাকেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার প্রতি তারা মনোযোগী হন না। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষক ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক হাঙ্গামা ও নানা কারণে বিশেষ করে সরকারি কলেজগুলোতে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ার ভালো ফলাফল হয় না।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইন্দুভূষণ ভৌমিক বলেন, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক বদলি করা হলেও অনেকে তদবিরের মাধ্যমে বদলি ঠেকিয়ে শহরে থাকেন। আবার কেউ বদলি হয়ে যোগদানের পর কিছুদিন না যেতেই পুনরায় জেলা শহরের সুবিধাজনক কলেজে বদলি হন। আবাসন সমস্যার কারণে বেশিরভাগ শিক্ষক ওইসব জেলা সদরে অবস্থান করেন এবং অনেকে কলেজে নিয়মিত যান না। এছাড়া এ বছর আবশ্যিক বিষয় 'আইসিটি' সম্পর্কে তেমন ধারণা না থাকায় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপ্রতুল শিক্ষকের কারণে সার্বিকভাবে ফলাফলে প্রভাব পড়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

৩৪টিতে ২৮,৬৪০ জনের মধ্যে ফেল ১২,৮৯০ ১৮টিতে জিপিএ-৫ পায়নি কেউ